পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আয় ও জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (ILRP) এবং
ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (IRAP) কার্যক্রম

নিউজ লেটার

২য় সংখ্যা, জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৮

বাস্তবায়ন সহযোগী : ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

যথাযথ পুনর্বাসনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন আমাদের অঙ্গীকার

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প একদিকে যেমন জাতীয় উন্নয়নের প্রতীক, অন্যদিকে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রকল্প এলাকার প্রায় ১৬,৩৪০টি পরিবার সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেক পরিবার তাদের সর্বশেষ সম্বল ভিটা-মাটিটুকুও হারিয়েছে। এছাড়া কৃষি জমি, পুকুর, বাগান, খাল-বিল, দোকান-পাট, হাট-বাজার, মসজিদ-মন্দির এমনকি গোরস্থানও রয়েছে। এই সমস্ত পরিবারসমূহের ক্ষয়ক্ষতি শুধুমাত্র আর্থিক মূল্যে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই সরকার প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের দুর্দশা লাঘবের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসন সাইট নির্মাণ করে প্লট বরাদ্দ এবং আয় ও জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারে স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রকল্প হতে অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৬,৩৪০জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ৬,৩৭৩,৬১০,৬৩৮.৯৯ (ছয়শত সাঁইত্রিশ কোটি ছত্রিশ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত আটত্রিশ টাকা নিরানব্বই পয়সা) টাকা প্রদান করা হয়েছে। বসতগৃহ হারানো পরিবারসমূহের জন্য ১৬৫.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা নদীর উভয় পাড়ের তিন জেলায় ৭টি পুনর্বাসন সাইট প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে ২৯০৬টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হবে। প্রতিটি পুনর্বাসন সাইটে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মসজিদ, বাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যুৎ, আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, মিশ্র ফলদ ও বনজ বাগান, খেলার মাঠ, পাকা রাস্তা, ড্রেন, ডাস্টবিনসহ সকল নাগরিক সুবিধা রয়েছে। ইতোমধ্যে ২,৫৭২টি আবাসিক প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের আয় ও জীবন-জীবিকা নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণপূর্বক ৫,১৬৫জনকে ৩৭টি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। যথাযথ পুনর্বাসনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নই আমাদের অঙ্গীকার।

আইএলআরপি এবং আইআরএপি কার্যক্রমের লক্ষ্য

Planning and Implementation of Income and Livelihood Restoration Plan (ILRP) and Implementation of Resettlement Action Plan (IRAP) of PMBP কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অধিগ্রহণের সময়ের তুলনায় ভাল অবস্থানে নিয়ে যাওয়া অথবা কমপক্ষে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ নিম্নরুপ :

- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে তাদের হারানো সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপরীতে প্রণীত ''পুনর্বাসন পরিকল্পনা'' অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা;
- জীবিকায়নের জন্য এমন কিছু পন্থা খুঁজে বের করা, যা লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে নতুন জীবনের দ্বার উন্মোচন করবে;
- সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করা, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সহজেই অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে;
- স্থানীয় এনজিও ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী দল/ফেডারেশনসমূহের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা/অংশিদারীত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা, যা তাদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ, চাকুরি, মজুরিভিত্তিক কাজ, পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করবে;
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের ব্যবসায় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান।

পরিবীক্ষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আয় ও জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (ILRP) এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (IRAP) কার্যক্রমের অগ্রগতির ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে দুইদিনব্যাপী পরিবীক্ষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা গত ৭ ও ৮ জুলাই ২০১৭ সার্ভিস এরিয়া-১ এর প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বাস্তবায়ন সহযোগী এনজিও ইএসডিও এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেওয়ান সাঈদুল হাসান, যুগ্ম সচিব ও উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প। এতে সভাপতিত্ব করেন

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক, ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প হতে জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, উপপ্রকল্প পরিচালক (কারিগরি), মোঃ ফরিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), এস এম এনামুল কবির, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ), মোঃ মনিরুজ্জামান, উপপরিচালক (ভূমি অধিগ্রহণ), মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, উপপরিচালক (পুনর্বাসন), মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী (নদীশাসন ও পুনর্বাসন), মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন ও পরিবেশ), দেওয়ান আব্দুল কাদের, নির্বাহী প্রকৌশলী (সেতু), মোঃ খায়রুল মতিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নলেজ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (কেএমসি), আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি কার্যক্রমের টিম লিডার, ডেপুটি টিম লিডারসহ প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন লাইভলীহুড ডেভলপমেন্ট স্পেশালিস্ট মোঃ শামসুল হক মৃধা, ইএসডিও।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পিএমবিপি

কর্মশালায় সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১০বছর মেয়াদী এই কার্যক্রম সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্ম ও পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, এই প্রকল্প বাংলাদেশের সর্বপ্রথম একটি মডেল প্রকল্প যেখানে, ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতিপূরণ নয়, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের আয় ও জীবিকায়নের লক্ষ্যেও কাজ করছে। এই মডেল বাস্তবায়নে আমরা সফল হলে আগামীতে দেশের অন্যান্য সকল বৃহৎ প্রকল্পে এই মডেল অনুসরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, যদি আমরা সঠিকভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে এই কার্যক্রম তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

যোগাযোগ ও সহায়তাকরণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রকল্পের কর্মীদের যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দুইদিনব্যাপী যোগাযোগ ও সহায়তাকরণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গত ৮-১০ আগস্ট ২০১৭ আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি প্রকল্প কার্যালয় মাওয়া, মুন্সিগঞ্জে পরিচালিত হয়। ইএসডিও কর্তৃক আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের যুগ্ম সচিব ও উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন) দেওয়ান সাঈদুল হাসান। এতে সভাপতিত্ব করেন আবু জাফর নুর মোহাম্মদ, টিম লিডার, আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি। এছাড়াও কর্মশালায় মোঃ ফরিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, উপপরিচালক (পুনর্বাসন), মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী (নদীশাসন ও পুনর্বাসন), মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন ও পরিবেশ) উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পিএমবিপি

দুইদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের কর্মীদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ২৯৯টি দলের সাথে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়ে আলোচনা সভা, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত ইস্যুভিত্তিক সভাসমূহকে আরও কার্যকরকরণ ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ইএসডিও ও পিএমবিপি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জেন্ডার বৈষম্য ও নারীর অধিকার বিষয়ক কর্মশালা ও সভার আয়োজন

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পরিচালিত খানাজরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মধ্যে ব্যাপক জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সন্তানদের লেখাপড়া, সন্তানের বিবাহ কিংবা সম্পদ ক্রয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীর মতামত উপেক্ষিত। সাংবিধানিকভাবে নারী-পুরুষ সমান অধিকার এই তথ্য অল্প কিছু নারী সদস্য জানলেও পরিবারে তারা গুরুত্বহীন। পুরুষ সদস্যরাও মনে করেন এসব বিষয়ে নারীদের মতামত নেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। বাল্যবিবাহের হার এখানে অন্য যেকোন এলাকার চেয়ে অনেক বেশি। যদিও কাগজেকলমে সবই ১৮+বিবাহ দেখানো হয়, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ১২-১৬ বছর বয়সের মধ্যে অধিকাংশ কিশোরীর বিয়ে হয়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের অবস্থান অত্যন্ত নাজুক। ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাবে নারীদের স্বাবলম্বীতা তথা কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ খুবই নগণ্য। ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত নারী সদস্য ছাড়া অন্য কোন ফোরামে নারী নেতৃত্ব নেই বললেই চলে। এ অবস্থার পরিবর্তনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইএলআরপি কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্য ও নারীর অধিকার বিষয়ক কর্মশালা এবং দলীয় পর্যায়ে আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে ৭টি কর্মশালা ও দলীয় পর্যায়ে ৩৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দলীয় সভায় বক্তব্য রাখছেন হাসিনা ফেরদৌস, জেন্ডার স্পেশালিস্ট, আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি,ইএসডিও

কর্মশালাসমূহে পিএমবিপি'র প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, প্রকল্পের জেন্ডার ডেভলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, টিম লিডার, এলডিএস, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, নির্বাচিত নারী সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের নারী-পুরুষ ও কিশোর-কিশোরীগণ উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে দলীয় সভায় পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপস্থিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। আগামীতে দলীয় সভার পাশাপাশি পোস্টার, লিফলেট ও ভিডিও শোর মাধ্যমেও এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে। আশা করা যায় এসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এলাকার নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাস পাবে ও একটি সুন্দর সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। নিম্নবর্ণিত তারিখসমূহে ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয় :

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন	উপজেলা	সভার তারিখ
১	কুমারভোগ, কোলাপাড়া	লৌহজং	১৭ ও ১৮ জুলাই ২০১৮
২	নাওডোবা, পূর্ব নাওডোবা	জাজিরা	২৮ মার্চ ও ১৯ জুলাই ২০১৮
৩	মাদবরের চর, কাঁঠালবাড়ী, কুতুবপুর	শিবচর	২৫ এপ্রিল, ১৩ মে, ৯ জুলাই ২০১৮

প্রকল্প পর্যায়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি ও খানাভিত্তিক জরিপ ফলাফল উপস্থাপন কর্মশালা সেতু বিভাগে অনুষ্ঠিত

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আয় ও জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (ILRP) এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (IRAP) কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আইএলআরপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিচালিত খানাভিত্তিক জরিপ ফলাফল উপস্থানের জন্য উপজেলা ও প্রকল্প পর্যায়ে মোট ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্পের প্রশাসনিক এলাকা জাজিরা, লৌহজং ও শিবচর উপজেলা প্রশাসনের সাথে ধারাবাহিকভাবে গত ২৮ আগস্ট, ২৯ আগস্ট ও ২৪ সেপ্টেম্বর ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পর্যায়ের কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, পল্লী উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান ও সাংবাদিকসহ স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে গত ২৪ অক্টোবর ২০১৭ সেতু ভবনে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্প পর্যায়ের কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ও বাস্তবায়ন সহযোগী ইএসডিও কর্তৃক আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এতে সভাপতিত্ব করেন মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প। এছাড়াও কর্মশালায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ও সহযোগী এনজিও ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ESDO) এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সচিব ও উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন) দেওয়ান সাঈদুল হাসান।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ

কর্মশালায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি তাদের আয় ও জীবিকায়ন পুনরুদ্ধারের ধারণা বাংলাদেশে এই প্রথম এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে এর যাত্রা শুরু হলো। যদি এই কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়, তবে আগামীতে বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্পে এই ধারনার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ সম্পন্ন

"দক্ষ জনশক্তি পরিবার ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের ভিত্তি"-এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত Resettlement Action Plan (RAP) সমূহের Entitlement Matrix এর ১০, ১১, ১২ ও ১৪ নং এ বর্ণিত Eligibility of Long Term Income & Livelihood Restoration Support এর জন্য উপযুক্ত পরিবারসমূহের আয় ও জীবিকায়ন পুনরুদ্ধার/উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবারভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ চাহিদা (TNA) নিরুপণ করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবার হতে অন্তত একজনকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তর করাই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য, যেন তারা দীর্ঘমেয়াদে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে এই চাহিদা যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের ক্ষতির ধরন, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শারীরিক সক্ষমতা, ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিবেচনায় এনে প্রতিটি পরিবারের জন্য উপযুক্ত আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে।

মাঠপর্যায়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণের কাজ চলছে

প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ কার্যক্রমে কর্মএলাকায় বসবাসরত ৭,৩১৬ পরিবারের মধ্যে পরিচালিত জরিপ অনুসারে ৫,১৬৫টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ৩৭টি বিভিন্ন ধরনের ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রশিক্ষণ চাহিদার ফলাফল অনুসারে ইতোমধ্যেই দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সঙ্গে তিনটি ট্রেডে (কম্পিউটার, হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালন) ২,১০৪টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রশিক্ষণের জন্য আগামী ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। আশা করা যায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে একযোগে তিন উপজেলার মাঠ পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিশেষায়িত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ এনজিও) চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যবিনিময় সভার আয়োজন

যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রকল্পের গতিশীলতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। সরকারের সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ইএসডিও জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয়ে কি হচ্ছে তা স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জানাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও প্রকল্প এলাকার সকল ইউনিয়নের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ১৫ অক্টোবর ২০১৭ হতে ৩১ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত কর্ম এলাকার ৮টি ইউনিয়নে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভায় বিবিএ প্রতিনিধি, ইএসডিও প্রতিনিধিবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, নির্বাচিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রকল্পের আওতায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও কার্যক্রম বিষয়ে পরিষদ তথা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বক্তব্য/অভিযোগ থাকলে তা শোনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত বিষয়ের তাৎক্ষণিক জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। সভাসমূহে ক্ষতিপূরণ প্রদান, প্লট বরাদ্দ, প্লট হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, আইজিএ বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা, ক্ষুদ্র ঋণ সংযোগ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সহায়তাসহ প্রকল্প গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ইউনিয়নভিত্তিক আয়োজিত তথ্য বিনিময় সভার তারিখ ও স্থান নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন	উপজেলা	সভার তারিখ
১	মাদবরের চর	শিবচর	১৫ অক্টোবর ২০১৭
২	কুতুবপুর	শিবচর	১৯ অক্টোবর ২০১৭
৩	কাঁঠালবাড়ী	শিবচর	২২ অক্টোবর ২০১৭
৪	নাওডোবা	জাজিরা	২৫ অক্টোবর ২০১৭
৫	কুমারভোগ	লৌহজং	২৬ অক্টোবর ২০১৭
৬	কোলাপাড়া	শ্রীনগর	২৬ অক্টোবর ২০১৭
৭	মেদেনীমন্ডল	লৌহজং	৩০ অক্টোবর ২০১৭
৮	পূর্ব নাওডোবা	জাজিরা	৩১ অক্টোবর ২০১৭

পিএমবিপি-বিবিএ'র উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের ইএসডিও এর কার্যক্রম পরিদর্শন

ইএসডিও ২০১৫ সাল থেকে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আয় ও জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (ILRP) এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (IRAP) কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। শুরু থেকেই ইএসডিও দক্ষতার সঙ্গে সকল কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পিএমবিপি'র সঙ্গে ইএসডিও'র এই সম্পর্কের মূল্যায়নের অংশ হিসেবে গত ২৮ ও ২৯ নভেম্বর ২০১৭ পিএমবিপি-বিবিএ'র উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল ইএসডিও এর প্রধান কার্যালয় ঠাকুরগাঁওস্থ ইকো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ইআইটি) ও তদসংলগ্ন এলাকায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন ধরনের আয় ও জীবনযাত্রার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

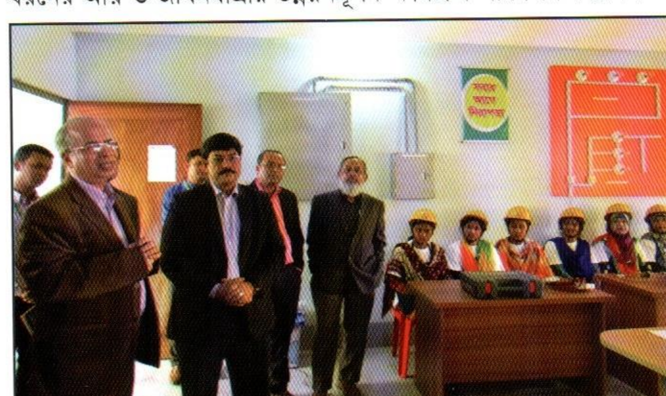

ঠাকুরগাঁওস্থ ইএসডিও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইকো-ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি পরিদর্শন করছেন পিএমবিপি'র প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), মোঃ ফরিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), এস এম এনামুল কবির, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ), মোঃ মনিরুজ্জামান, উপপরিচালক (ভূমি অধিগ্রহণ), মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, উপপরিচালক (পুনর্বাসন), সৈয়দ রজব আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সংযোগ সড়ক ও পুনর্বাসন) ও মাহমুদ ইবনে কাসেম, উপ-সচিব (পিএস টু সিনিয়র সেক্রেটারী), সেতু বিভাগ। ইএসডিও'র বৃহৎ আকারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা যাচাইসহ ও অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তাঁরা ইএসডিও এর বিশেষ উদ্যোগ

"লোকায়ন জীবন বৈচিত্র জাদুঘর" পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতারসহ ইএসডিও'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আয় ও জীবিকায়ন দল গঠন ও দলীয় পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভার আয়োজন

প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের সদস্য নিয়ে ইতোমধ্যেই ২৯৯টি পদ্মা বহুমুখী সেতু আয় ও জীবিকায়ন দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি দলে ২০ থেকে ৩০ জন সদস্য রয়েছে। প্রকল্পের সকল তথ্য ও সেবা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের নিকট পৌঁছে দেয়া ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পরিচালিত খানাজরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই দলসমূহ গঠন করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দলীয় সভা

জরিপে দেখা যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মধ্যে শিক্ষায় অনগ্রসরতা, জেন্ডার বৈষম্য, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহারসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। এছাড়াও নিরাপদ পানি ব্যবহার, আর্সেনিক দূষণ, মাদকের আগ্রাসন, বন্যা, নদী-ভাঙ্গন ও ফসলের পোকার আক্রমণের মতো বিভিন্ন সমস্যাও রয়েছে। এসব বিষয়ে জনসচেনতা সৃষ্টি ও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে প্রস্তুতির জন্য প্রতি মাসে বিভিন্ন বিষয়ে দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচনার মধ্যে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে সুখী, সুন্দর, সুস্থ ও নিরাপদ জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। দলীয় আলোচনার বিষয়গুলো হচ্ছে :

ক. নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ;

খ. আর্সেনিক কি? আর্সেনিক দূষণ ও তার ক্ষতিকারক প্রভাব এবং আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎসসমূহ ;

গ. জেন্ডার বৈষম্য ও নারী অধিকার ;

ঘ. বাল্য বিবাহ ;

ঙ. নারী নির্যাতন, যৌতুক, তালাক ও ইভটিজিং ;

চ. শিক্ষার গুরুত্ব (বিশেষত নারী শিক্ষা) ;

ছ. পরিবেশ, পরিবেশ দূষণ ও এর ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আমাদের করণীয় ;

জ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (বন্যা, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন ও ভূমিকম্প) ;

ঝ. পরিবারে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব ;

ঞ. জন্ম নিবন্ধন ও বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ ;

ট. খাদ্য ও পুষ্টি ; এবং

ঠ. মা ও শিশুর যত্ন ;

মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিমাসে সকল কর্মীর উপস্থিতিতে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাসিক সমন্বয় সভা- সেপ্টেম্বর ২০১৮

মাসিক সভায় প্রত্যেক কর্মী/কর্মকর্তা তাদের কর্ম পরিকল্পনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত তথ্যের যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী মাসের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। মাসিক সভায় প্রকল্পের কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে পিএমবিপি'র নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্পের ফোকাল পার্সনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করে থাকেন।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ

বৃক্ষরোপণ করছেন ইএসডিও'র টিম লিডার আবু জাফর নূর মোহাম্মদ

অধিগ্রহণকৃত এলাকার পরিবেশ রক্ষার্থে পিএমবিপি ২০১২ সাল থেকেই বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ৩টি সার্ভিস এরিয়া, ৭টি

পুনর্বাসন এলাকা এবং মাওয়া ও জাজিরা সংযোগ সড়কে বন বিভাগের সহায়তায় ১,৫৭,৭৫৭টি বিভিন্ন ধরনের ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এসব গাছের অধিকাংশ ফলদ গাছ বিশেষ করে পেয়ারা, আম, জলপাই ও লিচু ইতোমধ্যে ফল প্রদান শুরু করেছে। এতে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে, অন্যদিকে পুনর্বাসন এলাকাসমূহের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

পুনর্বাসন এলাকা-৮ এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

এরই ধারাবাহিকতায় লৌহজং উপজেলাধীন কুমারভোগ ইউনিয়নে নতুন স্থাপিত পুনর্বাসন এলাকা-৮ এ আরো কিছু বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ইএসডিও'র মাধ্যমে গত সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে আরএস-৮ এর বিভিন্ন খালি অংশে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, আমড়া, পেয়ারা, চালতা, লেবু ও মেহগনী গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির ১,৬৯২টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

বার্তা ও উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে অধিগ্রহণকৃত জমি ও অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি তাদের আয় ও জীবিকায়ন পুনরুদ্ধারে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, নারী অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পরিবেশসহ বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই কার্যক্রম সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সার্ভিস এরিয়া-১ এর সম্মেলন কক্ষে পিএমবিপি ও ইএসডিও'র কর্মকর্তাদের যৌথ অংশগ্রহণে দিনব্যাপী বার্তা ও উপকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথির সঙ্গে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেওয়ান সাঈদুল হাসান, যুগ্ম সচিব ও উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প। পিএমবিপি হতে আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফরিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, উপপরিচালক (পুনর্বাসন), মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নদী শাসন), বাসেক ও প্রেষণে নিযুক্ত নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), শিবচর সাইট ও সৈয়দ রজব আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), মাওয়া ও জাজিরা সাইট। কর্মশালায় আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি কার্যক্রমের সকল পর্যায়ের কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

দিনব্যাপী কর্মশালার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণার জন্য ২৫,০০০ পোস্টার, ৩৫,০০০ স্টিকার ও ৪টি বিলবোর্ড তৈরীর বার্তাসমূহ নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও কার্যক্রমভিত্তিক ১টি ভিডিও প্রামাণ্য চিত্র তৈরির প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।

বিকল্প পেশার সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা পরিচালনা

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে প্রচলিত ব্যবসার পাশাপাশি আর কি কি ধরনের বিকল্প পেশায় অর্ন্তভূক্ত হয়ে তারা আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে সে সংক্রান্ত একটি সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

আরএস-৮ এ একটি ভূমিহীন পরিবারের বিকল্প পেশার সম্ভাব্যতা যাচাই

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত ২৯৯টি দলের প্রতিটি থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৫টি করে মোট ১,৪৯৫টি পরিবারে এই সমীক্ষা চালানো হয়। পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, বয়স, আগ্রহ, বর্তমান পেশা, পারিবারিক সম্পদ, ভৌত অবকাঠামো, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বর্তমান ব্যবসার পাশাপাশি তারা মিনি গার্মেন্টস, ডেইরী ফার্ম, টার্কি মুরগী পালন, টেইলারিং, নকশিকাঁথা তৈরী, ব্লক-বাটিক, ড্রাইভিং, কম্পিউটার দক্ষতাসংশ্লিষ্ট চাকুরী করাসহ ৩০টি বিভিন্ন ধরনের বিকল্প পেশার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রাপ্ত বিকল্প পেশাসমূহের উপর বাজার চাহিদা সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে লাভজনক পেশাসমূহের বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে দলীয় কর্মশালার মাধ্যমে অবহিত করা হবে। যেন তারা চিন্তা ভাবনা করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা (অনুদান) প্রদান সহজীকরণ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি প্রকল্প হতে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই সহায়তা প্রদানের জন্য আবেদনকারী প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কিনা তা যাচাইয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট থেকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের চেক (সিসিএল) এর ফটোকপি গ্রহণ, সত্যায়িতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সত্যায়িত কপি পুনরায় সহযোগী এনজিও ইএসডিও এর নিকট পৌছাতে প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে কখনো কখনো ২০-২৫ দিন সময় লাগতো, ফলে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানে অহেতুক বিলম্ব ঘটতো। এই সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে গত ২৯ এপ্রিল ২০১৮ পুনর্বাসন এলাকা-৩ এ পিএমবিপি, বিবিএ, ইএসডিও ও বিভিন্ন জেলার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মোঃ হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সচিব, সেতু বিভাগ, মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, উপপরিচালক (পুনর্বাসন) ও সৈয়দ রজব আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সংযোগ সড়ক ও পুনর্বাসন), পিএমবিপি।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মোঃ হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সচিব, সেতু বিভাগ

সভায় প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের আলোকে পরিস্থিতির উন্নয়নে সিসিএল পৌছানোর জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তাগণ সত্যায়িত সিসিএল এর অনুলিপি কম্পিউটারের মাধ্যমে সরাসরি বাস্তবায়ন সহযোগী এনজিও ইএসডিও ও পিএমবিপি'র নির্দিষ্ট ই-মেইলে প্রেরণ করছেন। ইএসডিও এর ডাটা ম্যানেজার মেইল প্রাপ্তির সাথে সাথে ডাউনলোড করে এনটাইটেলড পার্সন ফাইল ও কার্ড তৈরীপূর্বক অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা অফিসসমূহে প্রেরণ করেন। ফলে বর্তমানে সিসিএল প্রাপ্তি থেকে অতিরিক্ত সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০-১৫ দিন সময় লাগছে। পাশাপাশি হ্রাস পেয়েছে পূর্বের প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যাতায়াত খরচ। এই কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের জন্য পিএমবিপি'র পক্ষ থেকে তিন জেলায় ৩টি কম্পিউটার ও স্ক্যানার প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর পরবর্তী ধাপে এই সেবাটিকে ধীরে ধীরে ই-পেমেন্ট সেবা কার্যক্রমে রুপান্তরিত করা হবে।

পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের সাথে সেতু বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন এস.এম. আলম, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি প্রকল্পের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও বসতভিটা হারানো পরিবারসমূহের পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন এলাকা নির্মাণ, ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের হারানো আয় ও জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধার/উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পুনর্বাসন কার্যক্রমের মান উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মতামত যাচাইয়ের জন্য গত ১৫ মে ২০১৮ পিএমবিপি-বিবিএ'র যৌথ উদ্যোগে "পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (র‍্যাপ) এর আওতায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভা" শীর্ষক ২টি সভা পুনর্বাসন এলাকা ২ ও ৪ এ অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস.এম. আলম, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফরিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, উপপরিচালক (পুনর্বাসন), পিএমবিপি ও মোঃ মনির হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ। প্রতিটি সভায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য, র‍্যাপ বাস্তবায়নকারী সহযোগী এনজিও প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/নির্বাচিত সদস্য/সদস্যা ও উপজেলা প্রশাসনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সকলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসরত পরিবারসমূহের উন্নয়নে আরও কিছু কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করেন।

পুনর্বাসন এলাকা (আরএস) ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

পুনর্বাসন এলাকাসমূহের ভৌত অবকাঠামো, রাস্তা-ঘাট, ড্রেন, বনাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণসহ স্থানীয় সমস্যাদি নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে প্রতিটি পুনর্বাসন এলাকায় গঠন করা হচ্ছে পুনর্বাসন এলাকা ব্যবস্থাপনা কমিটি। পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসরত অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে

আনুষ্ঠানিকভাবে এই কমিটিসমূহ গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১ আগস্ট ২০১৭ কুমারভোগ আরএস-৩ ও ৭ আগস্ট ২০১৭ মেদেনীমন্ডল আরএস-৭ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিসমূহ গঠন অনুষ্ঠানে আরএস এর সকল অধিবাসী ছাড়াও পিএমবিপি-বিবিএ'র প্রতিনিধি, ইএসডিও প্রতিনিধি, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

আরএস-৩ ব্যবস্থাপনা গঠন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লৌহজং উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মোঃ ওসমান গনি তালুকদার ও কুমারভোগ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ লুৎফর রহমান। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মোঃ শাহ আলম কাওড়াকে সভাপতি ও মোঃ শাহীন বেপারীকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে পঁচিশ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। অন্যদিকে আরএস-৭ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন ও পরিবেশ), পিএমবিপি, মোঃ আব্দুল হালিম, প্যানেল চেয়ারম্যান, মেদেনীমন্ডল ইউনিয়ন ও ইএসডিও'র টিএল এবং এলডিএস উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গোপাল চন্দ্র মনিকে সভাপতি ও যাদব চন্দ্র মনিকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে সাতসদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়।

আরএস ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট বনাঞ্চলসমূহ হস্তান্তর

আরএস- ৫ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট সৃজিত বনায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হস্তান্তর করছেন এস এম এনামুল কবির, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ)

অধিগ্রহণকৃত এলাকার পরিবেশ রক্ষার্থে প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সাল থেকেই বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৩টি সার্ভিস এরিয়া, ৭টি পুনর্বাসন এলাকা এবং মাওয়া ও জাজিরা সংযোগ সড়কে বন বিভাগের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এসব গাছের অধিকাংশ ফলদ গাছ বিশেষ করে পেয়ারা, আম, জলপাই ও লিচু ইতোমধ্যে ফল প্রদান করা শুরু করেছে। এতে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে, অন্যদিকে পুনর্বাসন এলাকাসমূহের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে। ৭টি পুনর্বাসন এলাকার বনায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গত জুলাই ২০১৭ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পিএমবিপি, মোঃ এনামুল হক ভূইয়া, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বৃহত্তর ফরিদপুর বিভাগ, ও ইএসডিও'র কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে এস এম এনামুল কবির, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ), পিএমবিপি, আনুষ্ঠানিকভাবে আরএস ব্যবস্থাপনা কমিটিগণের নিকট বনায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হস্তান্তর চুক্তিপত্র বিনিময় করেন। কমিটি সরকারী সামাজিক বনায়ন নীতিমালা অনুসারে এই বনায়নসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তারা গাছ কাটা বা বিক্রয় করতে পারবেন না, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি বছর গাছের ডালপালাদি ছাঁটাই করতে পারবেন। এছাড়াও ফলদ বৃক্ষের ফলসমূহ পুনর্বাসন এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বিতরণ ও অতিরিক্ত ফল নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ পুনর্বাসন সাইটের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করতে পারবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কমিটির ক্ষমতায়নের আরো একধাপ অগ্রগতি সাধিত হলো। আশা করা যায় ধীরে ধীরে এসব কমিটিসমূহ দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে আরএসসমূহের সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিচালনায় সক্ষম হবে।

আর এস ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার আয়োজন

পুনর্বাসন এলাকাসমূহের ভৌত অবকাঠামো, রাস্তা-ঘাট, ড্রেন, বনাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ স্থানীয় সমস্যাদি নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে প্রতিটি পুনর্বাসন এলাকায় "পুনর্বাসন এলাকা ব্যবস্থাপনা কমিটি" গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো প্রতি মাসে অন্তত এক বার মাসিক সভায় মিলিত হয়ে তাদের সমস্যাদি আলোচনা ও সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। আলোচনায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ছাড়াও আরএস এর অধিবাসীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সাধারণত প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পুনর্বাসন এলাকা-২ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সমন্বয় সভা

আরএস এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে প্লটের আকার ভিত্তিতে মাসিক ১০০, ১৫০ ও ২০০ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। মাসিক সার্ভিস চার্জ হতে আরএস এর নিরাপত্তা কর্মীদের বেতন, পরিচ্ছন্নতা কর্মীর বেতন, মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন, ওয়াটার পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামতসহ ছোটখাটো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়। এছাড়াও কমিটিসমূহ বিভিন্ন সময়ে আরএস এর বৃহৎ উন্নয়নের জন্য লিখিত প্রস্তাবনা পিএমবিপি'র প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করে থাকেন। তাদের প্রস্তাবনা অনুসারে সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে কিছু সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে পুনর্বাসন এলাকাসমূহে আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন, গৃহস্থালির আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, বিদ্যমান রাস্তাঘাট ও ড্রেনসমূহ পুনঃনির্মাণ অন্যতম। পর্যায়ক্রমে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত কমিটিগুলোর মোট ২২৪টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ ও হস্তান্তর

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত যে সকল পরিবার বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেদের উদ্যোগে বিকল্প জায়গার অভাবে স্থানান্তরিত হতে পারছে না, তাদের সুবিধার্থে প্রকল্পের অর্থায়নে ইতোমধ্যেই ৭টি পুনর্বাসন এলাকা (Resettlement Site) প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিটি পুনর্বাসন এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লটের সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, যেমন- স্কুল, মসজিদ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুকুর, কবরস্থান, সবুজ এলাকা, বাজার, পানীয় জল ও রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুনর্বাসন এলাকাগুলোতে ২.৫, ৩.০, ৫.০ ও ৭.৫ শতক আয়তনের মোট ২,৯০৬টি আবাসিক প্লটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারীদের সুবিধার্থে বাজার শেড তৈরী ও দোকান বসানোর জন্য উন্মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব বাণিজ্যিক এলাকায় মোট ৮০টি বাণিজ্যিক প্লট রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন এলাকাসমূহে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত বসতভিটা ১.০ শতাংশ বসতবাড়ী/ভিটা শ্রেণীর জমির মূল্যকেই সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন এলাকার ১.০ শতাংশ প্লটের মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এলাকাভেদে জমির মূল্যের ভিন্নতার কারণে পুনর্বাসন কেন্দ্রভেদে শতক প্রতি জমির মূল্যেরও ভিন্নতা রয়েছে। শতক প্রতি জমির মূল্য সর্বনিম্ন ৪,৩৭৮/- টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫৯,৯৩৭/- টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির হারানো বসতভিটার পরিমাণ ১.০ শতকের নিচে হলে তিনি বা তাঁর পরিবারকে ২.৫ শতাংশের প্লট, ১ থেকে ২০ শতাংশের কম হলে ৫.০ শতাংশের প্লট এবং ২০ শতাংশ বা তার বেশি যেকোন পরিমাণ বসতভিটা হারালে অথবা পরিবার প্রধান দুই বা ততোধিক বিবাহিত পুত্র সন্তানের পরিবারসহ একত্রে বসবাস করলে ৭.৫ শতাংশের প্লট বরাদ্দ করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যারা উথুলি, ভূমিহীন, নদীভাসী, দুঃস্থ তাদেরকে ২.৫ শতকের প্লট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বরাদ্দ করা হচ্ছে।

প্লট বরাদ্দের জন্য মাঠ পর্যায়ে ও প্রকল্প পর্যায়ে ২টি কমিটি রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ কমিটি প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে পরিবারটি পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী প্লট পাওয়ার যোগ্য হলে আবেদনপত্রের সাথে ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর ও সোশ্যাল মোবিলাইজারের সরেজমিন যাচাই-প্রতিবেদন সাপেক্ষে কত শতাংশের প্লট পাওয়ার উপযুক্ত তার পরিমাণ ও ক্ষতিগ্রস্ততার প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযোজনপূর্বক প্লট বরাদ্দের সুপারিশ সংক্রান্ত সভার প্রতিবেদন প্রকল্প পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ কমিটিতে প্রেরণ করেন। প্রকল্প পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ কমিটি প্রতিটি আবেদন চূড়ান্তভাবে যাচাই-বাছাই, প্রয়োজনে পুনঃতদন্তপূর্বক প্লট বরাদ্দ/ভিটা উন্নয়ন সহায়তার জন্য অনুমোদন দেন। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি সাইটে পিএমবিপি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) এর নেতৃত্বে ৪ সদস্যবিশিষ্ট মাঠ পর্যায়ে প্লট বরাদ্দ কমিটি রয়েছে, যাঁরা প্রতি মাসে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হয়ে প্লট বরাদ্দের আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে সুপারিশসহ প্রকল্প পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ কমিটিতে প্রেরণ করেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পি অ্যান্ড ডি) এর নেতৃত্বে ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি রয়েছে, যাঁরা প্রয়োজনীতার ভিত্তিতে মাসে ১টি বা ২টি সভায় মিলিত হয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত নামমাত্র মূল্য প্রদান সাপেক্ষে ১৮৯৪টি প্লট এবং ভূমিহীন ৬৮৭টি পরিবারকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দযোগ্য ২৯০৬টি প্লটের মধ্যে ইতোমধ্যেই ২৫৮১টি প্লট বরাদ্দ ও ২৪০৮টি প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। আরএসভিত্তিক প্লট বরাদ্দ ও হস্তান্তরের বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলো :

উপজেলাভিত্তিক আরএস এর নাম	বরাদ্দযোগ্য প্লট সংখ্যা	বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা	হস্তান্তরকৃত প্লট সংখ্যা	বিনামূল্যে বরাদ্দ প্লট সংখ্যা	অবশিষ্ট প্লট সংখ্যা
আরএস-২, যশোলদিয়া, লৌহজং	৪৫১	৪৩৩	৪৩১	২৭১	১৮
আরএস-৩, কুমারভোগ, লৌহজং	৩৩৫	৩৩৫	৩৩৫	৫	০
আরএস-৭, মেদেনীমন্ডল, লৌহজং	১৫	১৫	১৫	০	০
আরএস-৮, কুমারভোগ, লৌহজং	৩৫৬	২৮৫	২৭৫	২০০	৭১
আরএস-৪, পশ্চিম নাওডোবা, জাজিরা	৫২১	৫০৪	৪৯৮	১৪	১৭
আরএস-৬, নাওডোবা, জাজিরা	৬৬৫	৫৩৪	৩৮৫	১৯১	১৩১
আরএস-৫, বাখরেরকান্দি, শিবচর	৫৬৩	৪৭৫	৪৬৯	৬	৮৮
সর্বমোট	**২৯০৬**	**২৫৮১**	**২৪০৮**	**৬৮৭**	**৩২৫**

ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত অনুদান প্রাপ্তিতে সহায়তা, নতুন ইপি চিহ্নিতকরণ ও কার্ড ইস্যু

পুনর্বাসন কার্যক্রমের সহযোগী এনজিও হিসেবে ইএসডিও'র অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে জেলা প্রশাসন হতে প্রাপ্ত সিসিএল এর ভিত্তিতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (ইপি) চিহ্নিতকরণ, অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের জন্য সিসিএল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সত্যায়িতকরণ, ইউনিয়ন পরিষদ হতে নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র/ওয়ারিশ সনদ সংগ্রহে ইপিদের সহায়তাকরণ। এই কাজের অংশ হিসেবে চলতি বছরে মোট ২৩৬৯জন ইপিকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহে সহায়তা এবং ১৩৭৫জন নতুন ইপি চিহ্নিতকরণ করে তাদের নামে ইপি কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত জেলাভিত্তিক এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ২টি টেবিলে উল্লেখ করা হলো :

জেলা	শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহে সহায়তা	জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহে সহায়তা	এ পর্যন্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহে মোট সহায়তা
মুন্সিগঞ্জ	২০৩১ জন	৭৩০ জন	২৭৬১ জন
মাদারীপুর	২০৯০ জন	১০৩৮ জন	৩১২৮ জন
শরীয়তপুর	১৫৬৮ জন	৬০১ জন	২১৬৯ জন
মোট ইপির সংখ্যা	**৫৬৮৯ জন**	**২৩৬৯ জন**	**৮০৫৮ জন**

নতুন ইপি চিহ্নিতকরণ ও কার্ড ইস্যু ঃ

জেলা	শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত নতুন ইপি কার্ড	জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত নতুন ইপি কার্ড ইস্যু	এ পর্যন্ত মোট নতুন ইপি কার্ড ইস্যু
মুন্সিগঞ্জ	৯৭০ জন	৪০১ জন	১৩৭১ জন
মাদারীপুর	১২৪৬ জন	৬৮১ জন	১৯২৭ জন
শরীয়তপুর	৭৩০ জন	২৯৩ জন	১০২৩ জন
মোট ইপির সংখ্যা	২৯৪৬ জন	১৩৭৫ জন	৪৩২১ জন

ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প হতে ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের বাইরে জমির ন্যায্যমূল্যে নিশ্চিতকরণে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই সহায়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ, ইপি/ইসি/পেমেন্ট ভাউচার প্রস্তুত, চেক তৈরী ও চূড়ান্তভাবে চেক হস্তান্তরকরণে পিএমবিপিকে সহায়তা করা ইএসডিও'র অন্যতম একটি কাজ। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ২৭৫২টি পেমেন্ট ভাউচারের মাধ্যমে সর্বমোট ২৩০,৬২৪,২১৯.৬৭ (তেইশ কোটি ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার দুইশত উনিশ টাকা সাতষট্টি পয়সা) টাকা অতিরিক্ত সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৩৭৩,৬১০,৬৩৮.৯৯ (ছয়শত সাঁইত্রিশ কোটি ছত্রিশ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত আটত্রিশ টাকা নিরানব্বই পয়সা) টাকা অতিরিক্ত সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

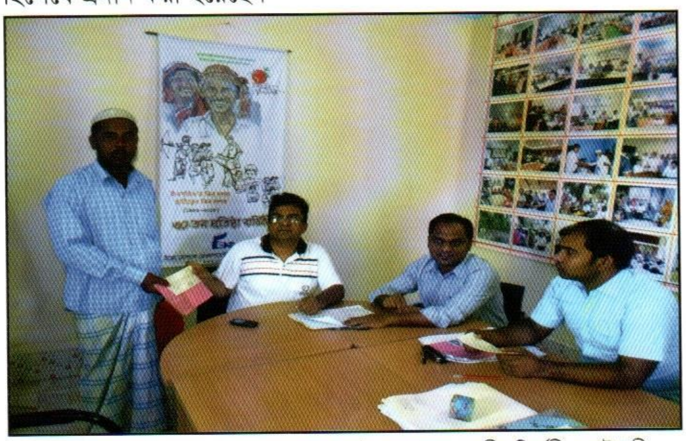

ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে চেক হস্তান্তর করছেন সৈয়দ রজব আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), পিএমবিপি, মাওয়া ও জাজিরা সাইট

জেলাভিত্তিক অতিরিক্ত সহায়তার তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

জেলা	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান (টাকা)	জুলাই'১৭- ডিসেম্বর'১৮ পর্যন্ত অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান (টাকা)	এ পর্যন্ত মোট অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান (টাকা)
মুন্সিগঞ্জ			
র‍্যাপ-১	৭৩৭,০১৪,২১৬.২৩	২,৬৭৭,০৫১.৫৮	৭৩৯,৬৯১,২৬৭.৮১
র‍্যাপ-২	৮১২,৮৪১,৯২১.৩৮	২৫,৭৯১,৮৪৫.৪৮	৮৩৮,৬৩৩,৭৬৬.৮৬
র‍্যাপ-৩	১,৩৭৩,৪৫৪,৩৭৫.৭৩	২৫,২১১,২৭৮.২২	১,৩৯৮,৬৬৫,৬৫৩.৯৫
র‍্যাপ-৫	১৭৭,৮৯১,২১৪.৯৪	৩,২৯৬,১২৭.১৬	১৮১,১৮৭,৩৪২.১০
মোট	৩,১০১,২০১,৭২৮.২৮	৫৬,৯৭৬,৩০২.৪৪	৩,১৫৮,১৭৮,০৩০.৭২
মাদারীপুর			
র‍্যাপ-১	১৪২,৫৯৪,৯১০.২৪	৪৫,৩৩৪,৮০৮.১৫	১৮৭,৯২৯,৭১৮.৩৯
র‍্যাপ-২	৪৯৫,০৪৮,৪৩৪.০৫	২,১৫৫,৩৪৮.৯২	৪৯৭,২০৩,৭৮২.৯৭
র‍্যাপ-৩	১,০৯৯,৫৬২,৬৫৯.৫০	৪৭,৪০৪,২২৩.৩৬	১,১৪৬,৯৬৬,৮৮২.৮৬
মোট	১,৭৩৭,২০৬,০০৩.৭৯	৯৪,৮৯৪,৩৮০.৪৩	১,৮৩২,১০০,৩৮৪.২২
শরীয়তপুর			
র‍্যাপ-১	৯৪,১৬৬,০৬৩.৫১	১৫০,০০০.০০	৯৪,৩১৬,০৬৩.৫১
র‍্যাপ-২	১,০১৩,৩১৩,৫৪৩.১২	২০,৬৭২,৪৯৩.১৯	১,০৩৩,৯৮৬,০৩৬.৩১
র‍্যাপ-৩	১৮৭,৫৪১,৮১২.৫১	৫৫,৯৪৩,৮৬৮.৬৫	২৪৩,৪৮৫,৬৮১.১৬
র‍্যাপ-৪	৯,১৯৯,৮৮২.৭৫	০.০০	৯,১৯৯,৮৮২.৭৫
র‍্যাপ-৫	৩৫৭,৩৮৫.৩৬	১,৯৮৭,১৭৪.৯৬	২,৩৪৪,৫৬০.৩২
মোট	১,৩০৪,৫৭৮,৬৮৭.২৫	৭৮,৭৫৩,৫৩৬.৮০	১,৩৮৩,৩৩২,২২৪.০৫
সর্বমোট	৬,১৪২,৯৮৬,৪১৯.৩২	২৩০,৬২৪,২১৯.৬৭	৬,৩৭৩,৬১০,৬৩৮.৯৯

অবকাঠামো স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন সহায়তা প্রদান

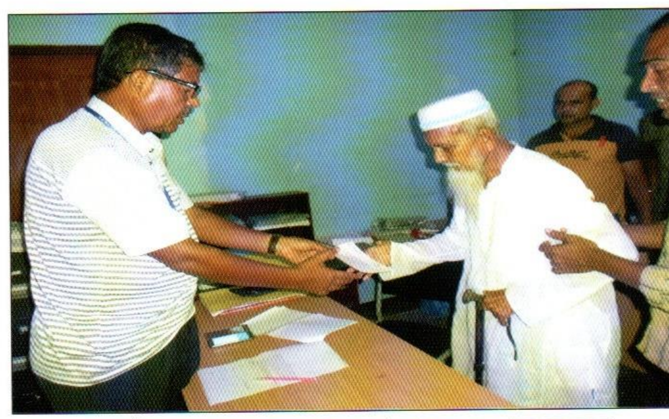

অবকাঠামো স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন সহায়তার চেক হস্তান্তর করছেন মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নদী শাসন), বাসেক ও প্রেষণে নিযুক্ত নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), পিএমবিপি, শিবচর সাইট

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শুধু অতিরিক্ত সহায়তাই নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ যেন তাদের অধিগ্রহণকৃত ঘর-বাড়ী ও অন্যান্য অবকাঠামো দ্রুত সরিয়ে নিয়ে নতুন জায়গায় পুনঃস্থাপন করতে পারেন এজন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে অতিরিক্ত সহায়তার পাশাপাশি অবকাঠামো স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ সহায়তা প্রদান (টিজি/আরজি) করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রতি স্কয়ার ফিট আবাসিক অবকাঠামোর জন্য ১৭ টাকা ও বাণিজ্যিক অবকাঠামোর জন্য ২৫ টাকা হারে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৫৭৮টি পেমেন্ট ভাউচারের মাধ্যমে ১৪,১৯৪,৫৬৩.৬৪ (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত তেষট্টি টাকা চৌষট্টি পয়সা) টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৩,৯৮০,০৭৩.৭২ (তিন কোটি উনচল্লিশ লক্ষ আশি হাজার তিহাত্তর টাকা বাহাত্তর পয়সা) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

র‍্যাপভিত্তিক টিজি/আরজি সহায়তার তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

র‍্যাপ নং	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সহায়তা প্রদান (টাকা)	জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সহায়তা প্রদান (টাকা)	এ পর্যন্ত মোট টিজি/আরজি সহায়তা প্রদান (টাকা)
র‍্যাপ-১	৬২৯,১৬৪.৩৯	৫,৯৭৩,৭১৯.০০	৬,৬০২,৮৮৩.৩৯
র‍্যাপ-২	৬,৮১৯,০০৯.৫৭	১,২৭০,৮৯২.৬৪	৮,০৮৯,৯০২.২১
র‍্যাপ-৩	৯,৭৪৫,৩১৮.৮৭	৬,৮৭০,৫০২.৫০	১৬,৬১৫,৮২১.৩৭
র‍্যাপ-৪	১,৮৩২,৯৩৫.৫৮	০.০০	১,৮৩২,৯৩৫.৫৮
র‍্যাপ-৫	৭৫৯,০৮১.৬৭	৭৯,৪৪৯.৫০	৮৩৮,৫৩১.১৭
সর্বমোট টাকা	১৯,৭৮৫,৫১০.০৮	১৪,১৯৪,৫৬৩.৬৪	৩৩,৯৮০,০৭৩.৭২

ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান

পুনর্বাসন নীতিমালা অনুসারে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কারণে বসতভিটা/অবকাঠামো হারিয়েছে এমন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় একক অথবা সমষ্টিগতভাবে নিজের জায়গায় বসতভিটা নির্মাণের ব্যবস্থা করবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বসতভিটা উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্লান (র‍্যাপ) নীতিমালা অনুসারে জেলাভেদে শতক প্রতি সহায়তার পরিমাণের পার্থক্য রয়েছে। ভিটা উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৩৩৩টি পেমেন্ট ভাউচারের মাধ্যমে ৭১,৮৮৯,৭০৮ (সাত কোটি আঠারো লক্ষ উননব্বই হাজার সাতশত আট) টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩৩,৮০৭,৮৯০.৫০ (তের কোটি আটত্রিশ লক্ষ সাত হাজার আটশত নব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা প্রদান করা হয়েছে। র‍্যাপভিত্তিক ভিটা উন্নয়ন সহায়তার তথ্য নিম্নে বর্ণিত হলো:

র‍্যাপ নং	জুন ২০১৭ পর্যন্ত সহায়তা প্রদান (টাকা)	জুলাই ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সহায়তা প্রদান (টাকা)	এ পর্যন্ত মোট ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান (টাকা)
র‍্যাপ-১	৪০,০০০.০০	১২,৯৩৯,৭০৮.০০	১২,৯৭৯,৭০৮.০০
র‍্যাপ-২	১২,৫৫০,০০০.০০	১৫,৬০০,০০০.০০	২৮,১৫০,০০০.০০
র‍্যাপ-৩	৪৭,২২৮,১৮২.৫০	৪২,০৫০,০০০.০০	৮৯,২৭৮,১৮২.৫০
র‍্যাপ-৪	০.০০	০.০০	০.০০
র‍্যাপ-৫	২,১০০,০০০.০০	১,৩০০,০০০.০০	৩,৪০০,০০০.০০
সর্বমোট	৬১,৯১৮,১৮২.৫০	৭১,৮৮৯,৭০৮.০০	১৩৩,৮০৭,৮৯০.৫০

অভিযোগ নিরসন কমিটির কার্যক্রম

প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন সুবিধাদি, ক্ষয়ক্ষতি শনাক্তকরণ ও প্রাপ্য নির্ধারণে কোনো ব্যক্তির অভিযোগ বা দ্বিমত থাকলে তা শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রত্যেক ইউনিয়নে পৃথক অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) কাজ করে। প্রতিটি জিআরসি মাসে অন্তত একবার প্রাপ্ত অভিযোগের শুনানি গ্রহণ ও ত্বরিত নিষ্পত্তির জন্য সালিশে বসে। কমিটির সদস্য সচিব প্রতিটি সালিশের কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে সিদ্ধান্তের কপি অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করেন। পুনর্বাসন সংক্রান্ত যে কোনো নালিশ লিখিতভাবে জিআরসি'র আহ্বায়ক বরাবর পেশ করতে হয়। নালিশ প্রস্তুত ও তা পেশ করতে সিএনজিও (ইএসডিও) ইপি/ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান করে আসছে। নালিশের শুনানির দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে নালিশকারীকে ইএসডিও'র পক্ষ থেকে যথাসময়ে অবহিত করা হয়। নির্ধারিত দিনে নালিশকারী নিজে উপস্থিত হয়ে তার নালিশ উত্থাপন করেন। শুনানী শেষে কমিটি গৃহীত রায় নালিশকারীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় এ পর্যন্ত মোট ৩৭১টি নালিশ/আবেদন গ্রহন করা হয়েছে, যার মধ্যে শুনানী শেষে ৭৫টি আবেদন যথাযথ না হওয়ায় বাতিল ও ২৭০টি আবেদন প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মাত্র ২৬টি আবেদন শুনানীর অপেক্ষায় রয়েছে, যার শুনানী দ্রুতই সম্পন্ন হবে। অভিযোগ গ্রহণ ও শুনানীর সর্বশেষ অবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

জেলা	গৃহীত অভিযোগ পত্রের সংখ্যা	শুনানী শেষে বিবিএ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে	শুনানীর অপেক্ষায় রয়েছে
মুন্সিগঞ্জ	৩২ টি	৩০ টি	২ টি
মাদারীপুর	২০৭ টি	১৯৩ টি	১৪ টি
শরীয়তপুর	১৩২ টি	১২২ টি	১০ টি
মোট	৩৭১টি	৩৪৫টি	২৬টি

আলোকচিত্রে আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি কার্যক্রম

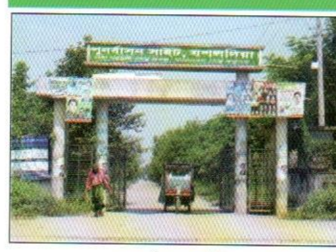
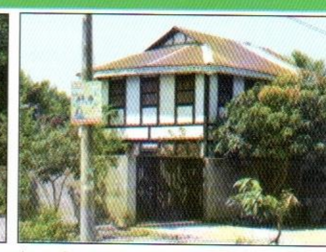

পুনর্বাসন সাইট ও বরাদ্দকৃত প্লটে ক্ষতিগ্রস্তদের নির্মিত বাড়ি

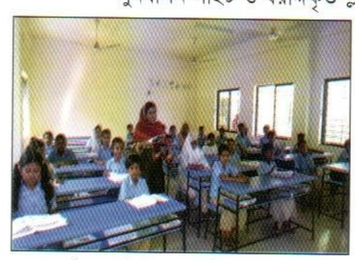
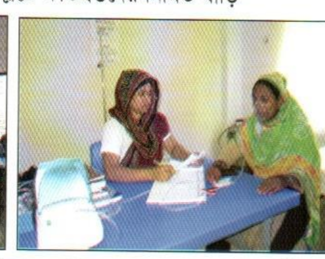

পুনর্বাসন সাইটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবা প্রদান কার্যক্রম

আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল

পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়ন কার্যক্রম

জেন্ডার বৈষম্য ও নারী অধিকার বিষয়ক আলোচনা সভা

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভা

এক নজরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে জমির প্রকৃত মূল্য ছাড়াও সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান" (Additional Grant Assistance);
- বসতভিটা অধিগ্রহণ হয়েছে এমন ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নির্মিত পুনর্বাসন সাইটসমূহে নামমাত্র মূল্যে প্লট প্রদান;
- ভূমিহীন পরিবারসমূহকে ''বিনামূল্যে'' প্লট প্রদান;
- বিকল্প বাসযোগ্য ভূমি রয়েছে এমন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে "ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান" (Land Development Assistance);
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হারিয়েছে এমন ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সাইটসমূহে''বাণিজ্যিক প্লট'' বরাদ্দ;
- বসতভিটা হারিয়েছে এমন পরিবারসমূহকে ''বসতভিটা স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন সহায়তা প্রদান'' (Transfer Grant & Reconstruction Grant);
- সরকারী খাস জমিতে অবৈধভাবে বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে অবকাঠামোর মূল্য প্রদান;
- পুনর্বাসন এলাকাসমূহে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে উপবৃত্তি প্রদানসহ প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- পুনর্বাসন এলাকাসমূহে স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান;
- পুনর্বাসন এলাকাসমূহে আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন;
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন কার্যক্রম;
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে আয় ও জীবিকায়ন পুনরুদ্ধার/ উন্নয়নে প্রতি পরিবার হতে অন্তত একজনকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরী সহায়তা প্রদান;
- আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় ঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে সংযোগ সৃষ্টি ও ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা;
- প্রশিক্ষণ শেষে বাস্তবায়িত আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম থেকে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা;
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিক্ষিত সদস্যদের চাকুরী প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান (চাকুরী মেলা আয়োজন);
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ পুনর্বাসন এলাকার বাইরে স্বেচ্ছায় যেসব এলাকায় সংযুক্ত হয়েছে ঐ সকল এলাকার বাজার, রাস্তা-ঘাট/বিদ্যালয় ভবন/মসজিদসমূহ প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সংস্কার/উন্নয়ন/বর্ধিতকরণ;
- অধিগ্রহণের ফলে ১০% এর বেশি আয় হারিয়েছে এমন পরিবারসমূহকে ''এককালীন বিশেষ সহায়তা'' প্রদান;
- সাময়িকভাবে কাজ হারানো দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ''এককালীন সহায়তা'' হিসেবে ৬০-৯০ দিনের মজুরী প্রদান;
- অবকাঠামো নির্মাণ করে ভাড়াপ্রদানকারী এবং ভাড়াগ্রহীতা পরিবারসমূহকে ''এককালীন বিশেষ অনুদান'' প্রদান;
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা।

শোক সংবাদ

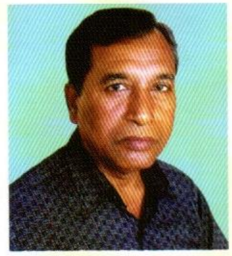

মোঃ মাজহারুল ইসলাম

আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি-পিএমবিপি প্রকল্পের ডেপুটি টিম লিডার জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি কার্যক্রমে তিনি জানুয়ারি ২০১৬ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দুই বছরের অধিককাল সময় ধরে কর্মরত ছিলেন।

নিউজ লেটার প্রকাশনা কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, পিএমবিপি

পরামর্শক

দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পিএমবিপি
মোঃ ফরিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), পিএমবিপি
মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, উপপরিচালক (পুনর্বাসন), পিএমবিপি
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও।

সম্পাদনা কমিটি

আবু জাফর নূর মোহাম্মদ, টিম লিডার
মোঃ শামসুল হক মৃধা, লাইভলিহুড ডেভলপমেন্ট স্পেশালিস্ট
মোঃ মতিউর রহমান, ডাটা ম্যানেজার
পরিতোষ রায়, ডাটা ওয়ার্ড প্রসেসর
আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি, ইএসডিও।

প্রকাশনায়

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আয় ও জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (ILRP) এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (IRAP) কার্যক্রম

বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
দক্ষিণ মেদিনীমন্ডল, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭১৩১৪৯২৩৬, ০১৭১৩১৪৯২৪৭
ই-মেইল : ilrp.irap.pmbp@gmail.com; mridha.esdo@yahoo.com